(খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ

অনুঃ ১। বিধি বহির্ভুতভাবে বকেয়া বন্দর ভাতা বাবদ ২৮,০৬,৬৪৫/- টাকা পরিশোধ।

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বাগেরহাট এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বর্নিত ক্যাশ পেমেন্ট ভাউচার হইতে দেখা যায় যে, বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদেরকে ১৫/৬/৯৭ হইতে ৩০/৬/৯৯ পর্যন্ত সময়ে বন্দর ভাতা ১২৫/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকায় উন্নীত করিয়া (২০০-১২৫) = ৭৫/- টাকা হারে বকেয়া বন্দর ভাতা বাবদ সর্বমোট ২৮,০৬,৬৪৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬/৬/৯৭ ইং তারিখের নং- অম/অবি(বাস্ত-৪)/ভাতা-৭/৯৭/৪৭ স্মারকে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য বন্দর ভাতা ১২৫/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত নির্দেশ (যাহা তাহাদের জন্য প্রযোজ্য ছিলনা) অনুসারে কর্মচারীদিগকে ২০০/- টাকা হারে বন্দর ভাতা প্রদান করা হইয়াছে। বিবরণ পরিশিষ্ট ক্ক' পৃষ্ঠা ৩৫ দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা পত্র ইস্যু করা হইলে স্থানীয় অফিস জবাবদানে বিরত থাকে। পরবর্তীতে বিষয়টি মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১২/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হইয়াছে। কোন জবাব না পাওয়ায় ১২/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার পরও জবাব পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে ১/২০০১ মাসে তাগিদ পত্র দেওয়ার পরও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই বিধায় ১/২০০১ মাসে এর সচিব বরাবরে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ২৮,০৬,৬৪৫/- টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মচারীদের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ২। ইজারা গ্রহীতাদের নিকট হইতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় না করায় ৪০,৭২,২৯২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ, টি এ এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারার নথিপত্র ও রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইজারা গ্রহনকারীদের নিকট হইতে ১৫% ভ্যাট বাবত ৪০,৭২,২৯২/২০ টাকা আদায় করা হয় নাই যাহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং- ১৩৩/আইন/৯৯/২১৪ মূসক তারিখ

১০/৬/৯৯ এবং স্মারক নং- ৪/ইজারা (১)/বিবিধ/ভ্যাট/৯৯/৩৩৮৭ (৯) তারিখ ১৭/৬/৯৯ এর পরিপন্থী।

বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ক্ষখ' পৃষ্ঠা ৩৬ হইতে ৪২ দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সন	অনুচ্ছেদ নং	টাকার পরিমাণ
১	বি,আই,ডব্লিউ, টি এ, চাঁদপুর	১৯৯৮-২০০০	১	১২,৭২,৮২২/৬০
২	-ঐ- নারায়নগঞ্জ	"	২	২৫,২৯,৩৫১/৬০
৩	-ঐ-, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	"	৩	২,৭০,১১৮/-
				৪০,৭২,২৯২/২০

এক অডিট জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস বিভিন্ন জবাব প্রদান করিয়াছেন, যেমন কর্তৃপক্ষ ইজারা নীতিমালা/নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট আদায় করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০/৬/৯৯ তারিখের উপরিউক্ত স্মারকের নির্দেশ ব্যতীত বি.আই.ডব্লিউ টি, এ, এর নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট আদায়ের কোন অবকাশ নাই। উক্ত আপত্তি মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করার পর কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলে জারী করা হয় এবং ১২/২০০০ মাসে তাগিদপত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/২০০১ মাসে সচিব বরাবরে আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করার পরও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব আপত্তিকৃত ৪০,৭২,২৯২/২০ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ৩। **আমদানীকারকদের নিকট হইতে সেবার বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর আদায় না করিয়া বন্দর তহবিল হইতে পরিশোধ করায় ১৯,০৯,১৯৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বাগেরহাট এর ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় নথি নং- মবক/এটিএম (প্রঃ পঃ)/০৯৭/৯৯ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের পত্র নং- ৪র্থ/এ (১২)/৪৭/মুসক/পন্যাগার/৯৮/৩১৬৫, তাং- ৯/১১/৯৮ মূলে মংলাস্থ ওয়্যার হাউজের সেবার বিপরীতে ১৯৯৫-৯৬ সন হইতে ১২/১২/৯৮ তারিখ পর্যন্ত মোট আয় ১,২৭,২৭,৯৬৭/৩৮ টাকার উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর বাবদ ১৯,০৯,১৯৫/- টাকা বন্দর কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে সরকারী কোষাগারে জমা করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত টাকা আমদানীকারকদের নিকট হইতে আদায় করা উচিৎ ছিল। কিন্তু উহা করা হয় নাই, যাহা বন্দর কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত টাকা বন্দর তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনপূর্বক আমদানীকারকদের নিকট হইতে বকেয়া ভ্যাট আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আমদানীকারকদের নিকট হইতে পূর্বেই উক্ত টাকা আদায় করা উচিৎ ছিল। পরবর্তীতে বিষয়টি মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় ১২/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরণ করার পরও জবাব পাওয়া যায় নাই এবং ১/২০০১ মাসে তাগিদ দেওয়া হয়। কিন্তু কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১/২০০১ মাসে সচিব বরাবরে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

কাজেই আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ ৪। **সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর অপেক্ষা অধিক দরে পোষাক ক্রয় করায় সংস্থার ১৩,৮০,২৭৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ সদর দপ্তর, ঢাকা অফিসের ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় পোষাক ক্রয়ের নথিসমূহ যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, অত্র দপ্তরসহ ইহার বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত ৩য়

ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের জন্য জুতা, ছাতা ইত্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭/২/৮৭ ইং তারিখের নং- এস.ই/এম ডব্লিউ-২/৩ সিস-৮/৮৪ (অংশ-৬০) এ উল্লেখিত দর উপেক্ষা করিয়া অধিক দরে মালামালগুলি ক্রয় করা হইয়াছে। ফলে সংস্থার ১৩,৮০,২৭৫/- টাকা ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। বিবরণ সংযুক্ত করা হইল।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে কর্মচারীদের জুতা, ছাতা ইত্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ এইক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। জবাব গ্রহনযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় অনিয়মটি মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৯/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিস বরাবরে প্রেরণ করা হয় কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অতঃপর অনিয়মটির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করিয়া ১১/২০০০ মাসে মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলে প্রেরণপূর্বক ১২/২০০০ মাসে তাগিদ দেওয়া সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবরে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরন করা সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ১৩,৮০,২৭৫/- টাকা সত্বর দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

বিবরন নিম্নরূপঃ-

হিসাব প্রাপ্তির উৎস	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্রয়ের বিবরণ ও পরিমাণ	ক্রয়ের একক দর	মোট পরিশোধিত মূল্য	একক দর হিসাবে প্রাপ্যতা	অতিরিক্ত পরিঃ অঃ
ক্রয় ও সংরক্ষণ শাখা নথি নং-৪/৯৮	বাটা সু কোঃ লিঃ টংগী, ঢাকা	বাটা জুতা ২২১৪ জোড়া	৬১৭/৫০	২২১৪*৬১৭/৫০= ১৩,৬৭,১৪৫/-	৩০০/- ৩০০*২২১৪ = ৬,৬৪,২০০/-	৭,০২,৯৪৫/-

হিসাব প্রাপ্তির উৎস	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্রয়ের বিবরণ ও পরিমাণ	ক্রয়ের একক দর	মোট পরিশোধিত মূল্য	একক দর হিসাবে প্রাপ্যতা	অতিরিক্ত পরিঃ অঃ
ক্রয় ও সংরক্ষণ শাখা নথি নং-৪/৯৯-২৫	সি বেসিক ট্রেডঃ কোং	মহিলা ছাতা ষ্টীল বাট, ৩৫টি	১২৭/-	১২৭*৩৫ = ৪,৪৪৫/-	১১৫/- ১১৫*৩৫ = ৪,০২৫/-	৪২০/-
ক্রয় ও সংরক্ষণ শাখা নথি নং-৩৫/৯৯	বাটা সু কোং টংগী, ঢাকা, বাংলাদেশ	বাটা জুতা ১০৯৮ জোড়া	৬১৭/৫০	১০৯৮*৬১৭/৫০ = ৬,৭৮,০১৫/-	৩০০/- ১০৯৮*৩০০ = ৩,২৯,৪০০/-	৩,৪৮,৬১৫/-
বি- ৩১৫৬ ১০/০৫/২০০০	"	বাটা জুতা ১০৩৪ জোড়া	৬১৭/৫০	১০৩৪*৬১৭/৫০ = ৬,৩৮,৪৯৫/-	৩০০/- ১০৩৪*৩০০ = ৩,১০,২০০/-	৩,২৮,২৯৫/-
						১৩,৮০,২৭৫/-

অনুঃ ৫। ফেরীঘাট ইজারা মূল্যের উপর ৪% হারে টার্নওভার কর আদায় না করায় ৯,১৪,৯০৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

(ক) বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ নারায়নগঞ্জ এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ঘাট ইজারার নথি পত্র/রেজিষ্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৮-৯৯ সনে ৪৩টি ঘাট ১,৪৭,৫১,২০০/- টাকায় ইজারা প্রদান করা হয়। কিন্তু ইজারাকৃত মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৪% হারে টার্নওভার কর আদায় করা হয় নাই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- এস আরও-১৪৬/আইন/৯৭/১৬৩ মূসক তাং- ১২/০৬/৯৭ এবং মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৮ এর উপধারা (৩) এর ক্ষমতাবলে ইজারা মূল্যের উপর ৪% হারে টার্নওভার কর আদায়ের নির্দেশ রহিয়াছে। বিবরণ পরিশিষ্ট ক্ষগ' (১) পৃষ্ঠা ৪৩ হইতে ৪৬ দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় " উল্লিখিত সনে (৯৮-৯৯) ফেরীঘাট ইজারার উপর ৪% হারে টার্নওভার কর আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিলনা। তবে ১৯৯৯-২০০০ সনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ৪% হারে টার্নওভার কর নেওয়া হইয়াছে।

টার্নওভার কর আদায় না করায় স্থানীয় অফিসের জবাব বিবেচিত হয় নাই। পরবর্তীতে বিষয়টি মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৯/২০০০ মাসে প্রেরণ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১০/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরণ করার পরও জবাব পাওয়া যায় নাই। অতঃপর ১২/২০০০ মাসে তাগিদপত্র দেওয়ার পরও জবাব পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে ১/২০০১ মাসে সচিব বরাবরে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

(খ) বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, প্রধান কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকা ও ইহার আওতাধীন বি,আই,ডব্লিউ,টি, এ, সিরাজগঞ্জ কার্যালয়ের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইজারা মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৪% হারে টার্নওভার কর আদায় না করায় সরকারের ৩,০৪,৮২৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং- ৪ এ (৯)/২৩/ইজারা মূসক/৯৭/৪১২ (৩৮) তাং- ১১/১/৯৮ এর নির্দেশ মোতাবেক ১৫ লক্ষ টাকার নীচে ইজারা মূল্যের উপর ৪%টার্নওভার ট্যাকস আদায় করিতে হইবে।

বিবরন পরিশিষ্ট 'গ' (২) পৃষ্ঠা ৪৭ হইতে ৪৮ দ্রষ্টব্য।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সন	অনুচ্ছেদ নং	টার্নওভার কর বাবত আদায়যোগ্য টাকা	মন্তব্য
১	বি,আই,ডব্লিউ, টি এ সদর দপ্তর, ঢাকা	১৯৯৮-২০০০	৩	১,৮০,৭৪০/-	পূর্ন বিবরন পৃথকভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।
২	বি,আই,ডব্লিউ, টি এ, সিরাজগঞ্জ	-ঐ-	৩	১,২৪,০৮৪/-	
				৩,০৪,৮২৪/-	

এতদসংক্রান্ত নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, যথাসময়ে নির্দেশ না পাওয়ায় ট্যা? আদায় করা হয় নাই।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ সরকারী বিধি অনুসরণ না করায় বিষয়টি মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৯/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় বিষয়টির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রনয়ন করিয়া ১১/২০০০ মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলে প্রেরণ করা হয় এবং ১২/২০০০ মাসে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অতঃপর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/২০০১ মাসে সচিব , নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব আপত্তিকৃত ৩,০৪,৮২৪/- টাকা সত্বর দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ৬। লঞ্চঘাট, ফেরীঘাট ইজারালব্ধ টাকার ১% প্রিমিয়াম সরকারী খাতে জমা না করায় ৪,৪৬,৬৫৫/- টাকা ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ নারায়নগঞ্জ এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ঘাট ইজারা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইজারা মূল্যের উপর ১% হারে প্রিমিয়াম বাবদ ৪,৪৬,৬৫৫/৪৪ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২০/৪/৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং প্রজেক্ট-২/ক-১/৯৪/১৮২ (২৯৪৯) এর ৫খ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ফেরীঘাট, খেয়াঘাট/জলমহল ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইজারালব্ধ টাকার ১% হারে প্রিমিয়াম বাবদ "৭" ভূমি রাজস্ব খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ৭ দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পালন করা হয় নাই।

বিবরন নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	ইজারার সন	ঘাটের সংখ্যা	ইজারার মূল্য	১% প্রিমিয়াম আদায় যোগ্য
১	১৯৯৮-৯৯	৪৬টি	২,১৭,৫২,২০০/-	২,১৭,৫২২/-
২	১৯৯৯-২০০০	৪৮টি	২,২৯,১৩,৩৪৪/-	২,২৯,১৩৩/৪৪
				৪,৪৬,৬৫৫/৪৪

এক অডিট জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, ঘাট পয়েন্টের ইজারার উপর ১% প্রিমিয়াম কর আদায় করার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল না বিধায় আদায় করা হয় নাই।

জবাব গ্রহনযোগ্য নহে। কারণ ইজারার উপর ১% প্রিমিয়াম কর আদায় করার প্রয়োজন নাই। বরং ইজারালব্ধ টাকা হইতে ১% জমা করিতে হইবে।

অতপর আপত্তিটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৯/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা সত্বেও জবাব পাওয়া যায় নাই। অতঃপর ১০/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরন করার পরও জবাব না পাওয়ায় ১২/২০০০ মাসে তাগিদ পত্র দেওয়ার পরও জবাব পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তীতে ১/২০০১ মাসে সচিব বরাবর একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরন করা সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ ৭। ইজারাদারের নিকট হইতে ইজারা মূল্য আদায় না করায় ২,৫৩,৮৭০/- টাকা ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব ১৬/০৮/২০০০ হইতে ২৪/০৮/২০০০ তারিখের মধ্যে নিরীক্ষাকালে বন্দর ও পরিবহন বিভাগের ১৯৯৯-২০০০ সনের ইজারার নথিপত্র ও রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত ইজারাদারের নিকট হইতে ২,৫৩,৮৭০/- টাকা আদায় করা হয় নাই।

ক্রঃ নং	ইজারার স্থান	ইজারাকারীর নাম	ইজারার মূল্য	আদায়	অনাদায়
১।	চৌধুরী ঘাট	মোরশেদ আলম	৩,৫১,০০০/-	৩,০০,০০০/-	৫১,০০০/-
২।	কয়লা ঘাট ৫ নং লেবার হ্যান্ডলিং	আঃ গনি হাওলাদার	৮,৪০,০০০/-	৬,৪০,০০০/-	২,০০,০০০/-
৩।	বরফ কল	মোঃ মিজান	৬,৩৭০/-	৩,৫০০/-	২,৮৭০/-
				মোট =	২,৫৩,৮৭০/-

এ বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, (১) (৩) নং ঘাটের ক্ষেত্রে ইজারার টাকা আদায়ের জন্য ইজারাদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ১নং ও ২নং ঘাটের টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে মামলা জনিত জটিলতা রহিয়াছে। পৌরসভা মামলার রায় মূলে চৌধুরীঘাট দখল/মালিকানা প্রাপ্তি হওয়ায় টাকা আদায়ের জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে।

নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি না হওয়ায় স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক হয় নাই বিধায় নিরীক্ষা প্রতিববেদনে উক্ত আপত্তিটি অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরন করা সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে ১১/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরণ করা সত্বেও জবাব না পাওয়ায় ১২/২০০০ মাসে তাগিদ পত্র দেওয়া হইয়াছে। উহার পরও জবাব না পাওয়ায় ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র দেওয়া সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব আপত্তিকৃত ২,৫৩,৮৭০/- টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ ৮। বিধি বহির্ভূতভাবে মাষ্টাররোল শ্রমিক নিয়োগ করায় ২,২৭,৫৫০/- টাকা ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ,টি,এ, সিরাজগঞ্জ অফিসের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১১ জন শ্রমিক মাষ্টাররোলে নিয়োগ করিয়া অনিয়মিতভাবে ২,২৭,৫৫০/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে, যাহা অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- এম এফ/ইপি-১/ডিপি-২০/৮৩ তাং- ১০/৪/৮৫ এর পরিপন্থী। উক্ত আদেশ মোতাবেক মাষ্টাররোল শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ নাই। বিবরণ পরিশিষ্ট "ঘ" পৃষ্ঠা ৪৯ দ্রষ্টব্য।

এক অডিট জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে কারণ সরকারী আদেশ পরিপালন না করিয়া শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে। অতঃপর আপত্তিটিকে মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৯/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১১/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল

মহলে জারী করা হয় এবং ১২/২০০০ মাসে তাগিদ পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অতএব সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/২০০১ মাসে সচিব বরাবরে আধা সরকারী পত্র দেওয়ার পরও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ২,২৭,৫৫০/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ৯। বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদানে ১,১৯,৪১৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এবং ইহার আওতাধীন চাঁদপুর ও নারায়নগঞ্জ কার্যালয়ের ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা বাবত যথাক্রমে ৭১,৬৫৭/- টাকা,২৫,৯২০/- এবং ২১,৮৪০/- টাকা একুনে ১,১৯,৪১৭/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে।

(ক) বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রায় প্রতিদিনই অফিস সময়ের পরে অফিসের জরুরী কাজের অজুহাতে বাসা হইতে অফিসে আসা এবং অফিস হইতে বাসায় ফেরৎ বাবত রিক্সা ও বেবী ভাড়া পরিশোধ দেখাইয়া ৭১,৬৫৭/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী কোন নির্দেশ/সার্কুলার জারী না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সংস্থার তহবিল হইতে অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উল্লিখিত ৭১,৬৫৭/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে । বিবরন পরিশিষ্ট ক্ষঙ' পৃষ্ঠা ৫০ হইতে ৬১ দ্রষ্টব্য।

(খ) বি,আই,ডব্লিউ, টি,এ, চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি খাতের বিল ভাউচার (১৯৯৮-৯৯) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পন্টুন ও জাহাজে কর্মরত কর্মচারীদেরকে যাতায়াত ভাতা বাবদ ২৫,৯২০/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে যাহা জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭ (১৭) (১) ধারার পরিপন্থী (বিবরণ সংযুক্ত)।

(গ) বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, নারায়রগঞ্জ এর ১৯৯৮-২০০০ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতার বিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপি টিসিতে কর্মরত কর্মচারীদেরকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত অনিয়মিত যাতায়াত ভাতা

বাবত ২১,৮৪০/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। জাতীয় বেতন স্কেল/১৯৯১ এর ১৭ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ডিপি টিসি, নারায়নগঞ্জ পৌর এলাকার বাহিরে অবস্থিত বিধায় উক্ত বিভাগের কর্মচারীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য নহেন (বিবরন সংযুক্ত) । ফলে যাতায়াত ভাতা বাবত সর্বমোট (৭১,৬৫৭+২৫,৯২০+ ২১,৮৪০) = ১,১৯,৪১৭/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে।

এতদসংক্রান্ত নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস কর্তৃপক্ষ জানায় যে,

(ক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ছুটির দিনে কাজ করানোর জন্য অফিসের যানবাহন দ্বারা আনা-নেওয়া করিলে জ্বালানী ব্যয়সহ ড্রাইভারকে অধিকাল ভাতা পরিশোধ করা হইলে অধিক ব্যয় হইবে বিধায় উহার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের দপ্তর আদেশ নং- ৭২৯/৮৭ তাং- ১৭/১০/৮৭ মোতাবেক প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য ৩০/- টাকা পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) বা, অ, নৌ ক ভাসমান কর্মচারীগণ তাহাদের মূল বেইজ নারায়নগঞ্জের অধীন বিধায় তাহাদের যাতায়াত বাবত নারায়নগঞ্জের অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাহা ছাড়া এই ব্যাপারে কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত কর্তৃপক্ষের একটি চুক্তি পত্র রহিয়াছে।

(গ) পূর্বে যাতায়াত ভাতার উপর আপত্তি উত্থাপন হওয়ায় এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ডি পি টি সির অবস্থান নারায়নগঞ্জ হওয়ায় যাতায়াত ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ সরকারী নির্দেশ বহির্ভূত অনিয়মিত যাতায়াত ভাতা পরিশোধ করা হইয়াছে। স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহনযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় অনিয়মটি মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় আলোচ্য অনিয়মের উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করিয়া যথাক্রমে ১০/২০০০ ও ১১/২০০০ মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলে জারীপূর্বক বিভিন্ন সময়ে তাগিদ দেওয়া সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/২০০১ মাসে সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবরে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ১,১৯,৪১৭/- টাকা সত্বর দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ ১০। অগ্রিম প্রদত্ত ২,৩৩,৩৯১/- টাকার সমন্বয় ভাউচার পাওয়া যায় নাই।

বি,আই,ডব্লিউ, টি এ চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় বিভিন্ন বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে ২,৩৩,৩৯১/- টাকা অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত টাকার সমন্বয়কৃত ভাউচার পাওয়া যায় নাই। বিবরণ পরিশিষ্ট ক্ষচ' পৃষ্ঠা ৬২ হইতে ৬৩ দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, পরবর্তীতে সমন্বয় করিয়া অডিটকে জানানো হইবে।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিষয়টি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরন করা সত্বেও নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তীতে ১১/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরণ করা হয় কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ১২/২০০০ মাসে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। পরিশেষে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র ইস্যু করা সত্বেও আপত্তিটি নিস্পত্তির কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ২,৩৩,৩৯১/- টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ ১১। ঠিকাদারের নিকট হইতে কর্তনকৃত ভ্যাট কোষাগারে জমা না করায় ৮৯,২৮৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ, টি,এ, চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় ঠিকাদারী লেজার ও ভ্যাট কোষাগারে জমা দেওয়ার চালান হইতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ঠিকাদারের নিকট হইতে ভ্যাট বাবত ৮৯,২৮৬/- টাকা আদায় করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। বিবরণ

পরিশিষ্ট ক্ষছ' পৃষ্ঠা ৬৪ হইতে ৬৫ দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, আদায়কৃত ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা করা হইবে।

স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ অডিট চলাকালীন সময়ে উক্ত টাকা জমা দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর আপত্তিটিকে মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১১/২০০০মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরন করা হয়। কোন উত্তর না পাওয়ায় ১২/২০০০ মাসে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। অবশেষে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা সত্বেও নিস্পত্তিকল্পে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ৮৯,২৮৬/- টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ ১২। ইজারাদারের নিকট হইতে আয়কর আদায় না করায় ৭৫,৯৪১/- টাকা ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বন্দর ও পরিবহন বিভাগের ১৯৯৯-২০০০ সনের ইজারার নথিপত্র/রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইজারাদারের নিকট হইতে ৩% হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৭৫,৯৪১/১০ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

বিবরণ নিম্নব্দপঃ-

ক্রঃ নং	ইজারার স্থান	ইজারাদার	ইজারা মূল্য	আয়কর
১	টার্মিনাল ভবন লেবার হ্যান্ডলিং	আঃ গনি হাওলাদার, লঞ্চঘাট ইজারা সম্পত্তি	১৬,৮৫,০০০/-	৫০,৫৫০/-
২	কয়লা ঘাট ৫ নং	-ঐ-	৮,৪০,০০০/-	২৫,২০০/-
৩	বরফ কল শুল্ক ঘাট	মোঃ মিজান	৬,৩৭০/-	১৯১/১০
			মোট =	৭৫,৯৪১/১০

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস কর্তৃপক্ষ জানায় যে, আয়করের টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ইজারাদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

জবাব স্বীকৃতি মূলক হইলেও আয়কর বাবদ ৭৫,৯৪১/১০ টাকা আদায় করা হয় নাই।

অতঃপর আপত্তিটিকে মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে ১১/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরন করিয়া ১২/২০০০ মাসে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। অবশেষে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র দেওয়া সত্ত্বেও নিস্পত্তিমুলক কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ৭৫,৯৪১/১০ টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু ১৩। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সিডিউল বিক্রয় করায় সংস্থার ৬০,৮০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বি, আই, ডব্লিউ, টি, এ, সদর কার্যালয়, মতিঝিল ঢাকা এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় সিডিউল বিক্রয়ের হিসাব সম্বলিত নথি এবং রেজিষ্টার বার বার নিরীক্ষা সমীপে উপস্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইয়া চাহিদাপত্র ইস্যু করিবার পর দরপত্র খাতা নামে একটি রেজিষ্টার হাজির করা হয়। উক্ত রেজিষ্টার খাতা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কি পরিমান, কত টাকা মুল্য মানের মালামাল ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হইয়াছে তাহার টেন্ডারকৃত মূল্য রেজিষ্টারে উল্লেখ করা হয় নাই। তবে বিভিন্ন নথি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/বা-৫/১ই-১৪৮ (২৯)/৮৬/৩০৯/১ (৪০) তাং ১০/১/৮৭ এর নির্দেশ লংঘন করিয়া কম মূল্যে সিডিউল বিক্রয়ের ফলে নিরীক্ষিত বৎসরে সর্বমোট ৬০,৮০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিবরণ পরিশিষ্ট ক্ষজ' পৃষ্ঠা ৬৬ হইতে ৭০ তে দ্রষ্টব্য।

এতদসংক্রান্ত এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ নং ৪৮৮/৮৭ তাং- ৩/৮/৮৭ এর নির্দেশ মোতাবেক সিডিউল বিক্রয় করা হইয়াছে। স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নহে। কারণ সরকার নির্ধারিত হারে টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় করা হয় নাই।

অতঃপর আপত্তিটিকে মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৯/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অতঃপর অনিয়মটির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করিয়া ১১/২০০০ মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়সহ সকল মহলে জারীপূর্বক ১২/২০০০ মাসে তাগিদ দেওয়া সত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবরে ইস্যু করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব আপত্তিকৃত ৬০,৮০০/- টাকা সত্বর দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায়
করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৪। প্রাপ্যের অতিরিক্ত ৫% হারে বাড়ী ভাড়া গ্রহন করায় ৪৪,১০৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বি,আই,ডব্লিউ, টি এ চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা বিল/ভাউচার যাচাইয়ান্তে লক্ষ্য করা যায় যে, চাঁদপুর কার্যালয়ের কতিপয় কর্মচারীদেরকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়া বাবদ মোট ৪৪,১০৯/- টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। যাহা জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭ এর ১৫ ধারার পরিপন্থী। বিবরণ পরিশিষ্ট স্কঝ' পৃষ্ঠা ৭১ হইতে ৭৪ তে দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বা অ নৌ ক ভাসমান কর্মচারীগণ তাহাদের মূল বেইজ নারায়নগঞ্জ এর অধীন বিধায় তাহাদের বাড়ী ভাড়া বাবদ নারায়নগঞ্জ এর অনুরূপ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি বহুদিন যাবত কর্তৃপক্ষের সকল অডিট ষ্টেশন অফিসে চালু আছে। এই ব্যাপারে কর্মচারী ইউনিয়ন এর সহিত কর্তৃপক্ষের একটি চুক্তিপত্র রহিয়াছে।

সরকারী বিধান বহির্ভূত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বা চুক্তিপত্রের বলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ৫% হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবত ৪৪,১০৯/- টাকা পরিশোধ করায় স্থানীয় অফিসের জবাব বিবেচিত হয় নাই।

পরবর্তীতে বিষয়টি মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮/২০০০ মাসে স্থানীয় অফিসে প্রেরন করা হয়। কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় ১১/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলে প্রেরণ করিয়া ১২/২০০০ মাসে একটি তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। অবশেষে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র দেওয়া সত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ৪৪,১০৯/- টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৫। **কর্তনকৃত আয়কর বাবদ ২০,৯৫১/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বি,আই,ডব্লিউ, টি, এ, চাঁদপুর এর ১৯৯৮-২০০০ আর্থিক সনের নিরীক্ষায় ঠিকাদারী লেজার ও আয়কর প্রদানের চালান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন ঠিকাদারের নিকট হইতে কর্তনকৃত আয়কর বাবদ ২০,৯৫১/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। বিবরন নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম	নির্মান কাজ	পরিশোধিত অর্থ	হার	আয়কর
১।	মেসার্স জয়নাল আবেদীন	জেটি পন্টুন	৫,৬৪,৫৩০/-	১.৫%	৮,৪৬৮/-
২।	মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স	জেটি পন্টুন	৩,৮২,১৪৭/-	১.৫%	৫,৭৩২/-
৩।	মেসার্স কাজিন এন্টারপ্রাইজ	মার্কিং মালামাল পন্টুন মেরামত	২,১১,৫৬১/-	১.৫%	৩,১৭৩/-
৪।	মেসার্স নূর মোহাম্মদ	জেটি পন্টুন মেরামত	২,৩৮,৫৪৮/-	১.৫%	৩,৫৭৮/-
				মোট =	২০,৯৫১/-

এ বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, কর্তনকৃত আয়কর জমা করিয়া অডিটকে জানানো হইবে। জবাব স্বীকৃতিমূলক হইলেও কর্তনকৃত আয়কর সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই।

অতঃপর আপত্তিটিকে মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮/২০০০ মাসে প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১১/২০০০ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মহলে প্রেরণ করিয়া ১২/২০০০ মাসে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। অবশেষে ১/২০০১ মাসে একটি আধা সরকারী পত্র দেওয়া সত্ত্বেও নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অতএব, আপত্তিকৃত ২০,৯৫১/- টাকা সত্বর সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।